দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...25.SEP 2008 –
পৃষ্ঠা – ১ কলাম – ৪

আসন সংকটের সুযোগ নিচ্ছে প্রাইভেট ভার্সিটি

শিক্ষার মান না বাড়িয়ে ছাত্র ভর্তির প্রতিযোগিতা

॥ নিজামুল হক ॥

ছাত্র ভর্তি প্রতিযোগিতায় নেমেছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। প্রতিদিন সংবাদপত্রে আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন দিয়ে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে তারা। তবে এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশেই শিক্ষার মান সন্তোষজনক নয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) মতে, শিক্ষার মান বৃদ্ধি না করে ছাত্র ভর্তির প্রতিযোগিতা শুরু করেছে এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। দেশে সরকারি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আসন স্বল্পতার কারণে বহু শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষার লাভে এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হচ্ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যয় আকাশছোঁয়া হলেও এর অধিকাংশেরই শিক্ষার মান নিয়ে মঞ্জুরি কমিশনের সংশয় রয়েছে।

দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোনটি মানসম্মত তা নির্ধারণ করতে না পেরে শিক্ষার্থীরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এক্রিডিটেশন কাউন্সিল না থাকায় (২য় পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

আসন সংকটের সুযোগ (প্রথম পৃঃ পর)

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও মানসম্মত শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা প্রকাশ করতে পারছে না। ফলে শিক্ষার্থীদের ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রতারিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। ইউজিসি বলছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নীতিমালার আওতায় আনতে প্রণীত অধ্যাদেশটি ভেটিংয়ের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সরকারি হিসাব অনুযায়ী, দেশে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, অনার্স ও ডিগ্রি কলেজ, বুয়েট, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজসহ বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১ হাজার ৬৯০টি। এসব প্রতিষ্ঠানে ২ লাখ ৭২ হাজার ৬৯০টি আসন রয়েছে। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব মতে, দেশের প্রায় ১৭শ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২ লাখ ৭৩ হাজার অনার্স ও ডিগ্রির আসন রয়েছে। এর মধ্যে ২৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ) অনার্সে দেড় লাখ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১ হাজার ৩৯১টি কলেজে ডিগ্রি লেভেলে ৯৭ হাজার ১শ, ১৪টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ২ হাজার ২৬০, ৪০টি বেসরকারি মেডিক্যালে সাড়ে ৪ হাজার এবং লেদার, টেক্সটাইলসহ বিভিন্ন ধরনের বিশেষায়িত কলেজে আরও প্রায় ২ হাজার আসন রয়েছে। দেশের ৫১ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন রয়েছে ১৭ হাজার ৩৩০ টি। আর এবার এইচএসসিতে সর্বমোট উত্তীর্ণ হয়েছে ৩ লাখ ৭১ হাজার ৩৮২ জন। সে হিসাবে প্রায় ১ লাখ শিক্ষার্থীর জন্য কোন আসন নেই। তাই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের উচ্চ শিক্ষার সার্টিফিকেটটি নিশ্চিত করতে চায়।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের আসন সংকটের সুযোগ নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এবার এক প্রকার নিশ্চিত যে, এবার তাদের সকল শূন্য আসনই পূরণ করতে পারবে তারা। অন্যদিকে অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান এবং পরিবেশ নিয়ে এখনও শংকিত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। মঞ্জুরি কমিশন বলছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তাবিত অধ্যাদেশটি নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা এখনও বিরোধিতা করে আসছেন । এটি অনুমোদন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ও পরিবেশ ফিরিয়ে আনা যেত। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের সার্বিক মূল্যায়ন ও মান নিরূপণের জন্য এক্রিডিটেশন কাউন্সিল করা গেলে বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষার মান বিবেচনায় র‌্যাংকিং করাও সম্ভব হত এবং শিক্ষার্থীরাও এর মাধ্যমে পছন্দ অনুযায়ী 'ভাল বিশ্ববিদ্যালয়' খুঁজে নিতে পারত। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের আসন স্বল্পতার কারণে উচ্চ শিক্ষার আশায় শিক্ষার্থীরা এক প্রকার বাধ্য হয়েই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। ফলে তাদের গুনতে হয় লাখ লাখ টাকা। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থীকে যে কোন বিষয়ে চার বছরের অনার্স কোর্স সম্পন্ন করতে ২০ থেকে ২২ হাজার টাকা একাডেমিক খাতে খরচ করতে হয়। অথচ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে একই খাতে গুনতে হয় ৫ থেকে ৬ লাখ টাকা। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় আবাসিক সুবিধা থাকলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তেমন কিছু নেই। শিক্ষার্থীদের অন্যান্য খরচও বেড়ে যায়। যাতায়াত, খাওয়া-দাওয়া, পরিবহন খরচ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর চেয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকগুণ বেশি গুনতে হয়। তবুও নিরূপায় শিক্ষার্থীরা।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠার শর্তাবলী পূরণ করছে না। ভাড়া বাড়িতেই তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই পর্যাপ্ত অবকাঠামো, মানসম্মত লাইব্রেরি, নেই পর্যাপ্ত শিক্ষক। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মৌলিক শিক্ষার চেয়ে বাজার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। এমন কি অনেক বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় দ্বিগুণেরও চেয়ে বেশি ছাত্র-ছাত্রী ব্যবসা ও অর্থনীতি সম্পর্কিত বিষয়ে (বিবিএ, এমবিএ) ভর্তি করাচ্ছে। শিক্ষার্থী ভর্তি, শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় কমিশনের নিয়ম মেনে চলছে না।

বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই পর্যাপ্ত শিক্ষক। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষকই বেশি। তাছাড়া অর্থের লোভে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করলেও শিক্ষক নিয়োগে তাদের কোন আগ্রহ নেই। দেখা যায়, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ :২৮, ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে ১:৩৬, ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে, ১:৩২ শান্তামারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজিতে ১:২৬। দেশের ৫১ টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৯ টিতে শিক্ষক সংখ্যা ৬ হাজার ৬৯০। এর মধ্যে পূর্ণকালীন ৩ হাজার ৬৬৮ এবং খণ্ডকালীন ৩ হাজার ২২ জন। কর্তব্যরত শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদের অনুপাত ১ : ৩৪। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনটাতেই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অনুপাত কাঙ্ক্ষিত নয় বলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন মনে করে। নীতিমালা না মেনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালানোর অভিযোগে সরকার পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়কে কালো তালিকাভুক্ত করে এদের স্বীকৃতি বাতিল করেছিল।

দেশে উচ্চ শিক্ষার চাহিদা ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে অনুরোধ করে। সে মোতাবেক সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৯২ জারি করে। একই বছর নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান সন্তোষজনক হলেও অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচারাল এ্যান্ড টেকনোলজির (আইইউবিএটি) প্রতিষ্ঠাতা ও ভিসি এবং এসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস অব বাংলাদেশের কার্যকরী সদস্য অধ্যাপক ড. এম আলিমউল্যা মিয়ান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে মঞ্জুরি কমিশনের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, তারা শিক্ষার মান বলতে কি বলতে চাইছেন তা আমরা বুঝতে পারছি না। তিনি অভিযোগ করেন, সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে এমপিও না দিয়ে এমপিও কলেজ বানাতে চাইছে। তিনি বলেন, প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ বাস্তবায়ন হলে তা দেশের উচ্চ শিক্ষায় বিপর্যয় নিয়ে আসবে। কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে বলে তিনি স্বীকার করেন। আইনের আওতায় আনার মাধ্যমে শিক্ষার মান বাড়ানো যাবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন।